মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ২০১১

পর্ব-৭: সওম (রোযা) (كتاب الصوم)

পরিচ্ছেদঃ ৩. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - সওম পবিত্র করা

আরবী

وَعَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ الْعَطَشِ أَوْ مِنَ الْحَرِّ. رَوَاهُ مَالك

বাংলা

২০১১-[১৩] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কিছু সাহাবী হতে বর্ণিত। একজন সাহাবী বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে 'আরজ'-এ (মক্কা মদীনার মাঝখানে একটি জায়গার নাম) সায়িম অবস্থায় পিপাসা দমনের জন্য অথবা গরম কমানোর জন্য মাথায় পানি ঢালতে দেখেছি। (মালিক ও আবূ দাঊদ)[1]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ২৩৬৫, মুয়াত্ত্বা মালিক ১০৩২, আহমাদ ১৫৯০৩।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: (يَصُبُّ عَلٰى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ) "সিয়ামরত অবস্থায় তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বীয় মাথায় পানি ঢালতেন।"

'আল্লামা আল-বাজী বলেনঃ এটি একটি মূলনীতি যে, যা ব্যবহার করলে সিয়াম ভঙ্গ হয় না অথচ তা দ্বারা সিয়াম পালনকারী সিয়াম পালনে শক্তি অর্জন করতে পারে তার জন্য তা ব্যবহার করা বৈধ যেমন পানি ঢেলে শরীর ঠাণ্ডা করা অথবা কুলি করা। কেননা তা সিয়াম পালনকারীকে সিয়াম পালনে সহযোগিতা করে অথচ তা দ্বারা তার সিয়াম ভঙ্গ হয় না।

ইবনু মালিক বলেনঃ অত্র হাদীস প্রমাণ করে যে, সিয়ামরত অবস্থায় মাথায় পানি ঢালা অথবা পানিতে ডুব দেয়া মাকরূহ নয় যদিও ঠাণ্ডার তীব্রতা তার ভিতরে প্রকাশ পায়।

ইমাম শাওকানী বলেন, এ হাদীস দ্বারা জানা গেল সিয়াম পালনকারী তার শরীরের কোন অংশে অথবা সমস্ত

শরীরে পানি ঢেলে গরমের তীব্রতা কমাতে পারে, জমহূর ‘আলিমদের অভিমত এটাই। তারা ওয়াজিব গোসল বা সুন্নাত ও বৈধ গোসলের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। হানাফীগণ বলেনঃ সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা মাকরূহ। তারা দলীল হিসেবে ‘আলী (রাঃ) থেকে ‘আবদুর রাযযাক বর্ণিত সেই হাদীস উপস্থাপন করেছেন যাতে সিয়ামরত অবস্থায় গোসলখানায় প্রবেশ করা নিষেধ করা হয়েছে। তবে এ হাদীসের সানাদ দুর্বল।

‘আল্লামা আল কারী বলেনঃ ইমাম আবূ হানীফার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হল সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা উত্তমের বিপরীত কাজ। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথায় পানি ঢালার উদ্দেশ্য হল তিনি তা বৈধতা প্রমাণের জন্য করেছেন।

আমি (মুবারকপূরী) বলছিঃ মাকরূহ হওয়া তথা উত্তমের বিপরীত হওয়া ইসলামী শারী‘আতের একটি বিধান। কুরআন অথবা হাদীসের কোন প্রমাণ ছাড়া তা সাব্যস্ত হয় না। সিয়ামরত অবস্থায় গোসল করা মাকরূহ হওয়ার কোন দলীল কুরআনে অথবা হাদীসে নেই। বরং এর বিপরীত দলীল রয়েছে। অতএব যিনি তা দলীল ছাড়াই মাকরূহ বলেছেন তার কথা প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যাজ্য।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=56571

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন